

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

MAR. 02 2008

তারিখ
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

১০% শিক্ষার্থী ফেল করলে স্কুল সিদ্ধান্ত নিবন্ধন বাতিল হবে

প্রতিবেদক

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) এবং দাখিল পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থীর ফেল করলে ১০% শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলে এবং কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার কারণে নকল হলে সেসব প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা হবে। কর্মকর্তা কিংবা নকল যাবতীয় দায়িত্ব পালন বা নকল দমনে ব্যর্থ হবেন তাদের বিরুদ্ধেও তাৎক্ষণিক পর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

১০% শিক্ষার্থী ফেল করলে সে পৃষ্ঠার পর

সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেশের শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান নকল প্রবণতা বন্ধের জন্য গতকাল সপ্তাহের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষাকে সামনে রেখে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে গত বছরের পরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থীর ফেল করলে ১০% শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে, সেগুলোর স্বীকৃতি বাতিলের ব্যাপারেও মধ্যস্থতা গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতি শিক্ষা সচিব ড. সাদত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নকলের বিরুদ্ধে ব্যাপক জরমত ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামগঞ্জে টিভি স্ক্রিনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা বোর্ড ও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে সভা-সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা ছাড়াও সকল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

তবে পরীক্ষার সময়ে পুরাতন মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের কঠোর সিদ্ধান্তের বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন মত প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও বহু কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যাপক নকলের সুনির্দিষ্ট তথ্যগত উপস্থিতি ইতোমধ্যেই রাজস্ব প্রশাসন থেকে অনুরূপ প্রতিবেদন এলে রাজনৈতিক চাপের কারণে কেন্দ্রগুলো বাতিল করা যায়নি। স্বীকৃতি বাতিল করা যায়। ভবিষ্যৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর। সংশ্লিষ্ট মহলের আশঙ্কা, সাধারণ নির্বাচনের বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল ও নকলপ্রবণ কেন্দ্র বাতিলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে শুধু কাগজে কঠোর সিদ্ধান্ত দিয়ে নকল প্রতিরোধ সম্ভব হবে কি?

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গতকালের সভায় নকল প্রতিরোধে সংসদীয় সাব কমিটি ওয়া ২৬ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সভাপতিত্ব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ অভিযোগ করেন, সভাপতিত্ব হলের হস্তক্ষেপের কারণে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে নকল প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না কই কারণে অনেক সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটে। শিক্ষা সচিব ড. সাদত হোসাইন বলেন, সংসদীয় কমিটির সভায় সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লোচনা করে নকল প্রতিরোধে সবরকমের সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছেন। শিক্ষা সচিব বলেন, এবার পরীক্ষায় নকল হলে কারো কোনো অজুহাত শোনা হবে না। নকল মনে ব্যর্থ হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সভায় পরীক্ষা চলাকালে সকল শিক্ষা বোর্ডে স্থাপিত কম্পিউটার রুম একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার নেতৃত্বে সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরী নতুন পদ্ধতির একটি খসড়া তৈরি উপস্থাপন করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় খুব শিগগিরই খসড়াটি চূড়ান্ত করে প্রচায়ে বস্তু হবে।

গতকালের সভায় ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠানের ১০% শিক্ষার্থী ফেল করেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া না ৩১ মার্চের মধ্যে নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত বছরের ৫ এপ্রিলে শিক্ষা মন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের সভায় ১০% ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা বোর্ড এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হওয়ায় শিক্ষা সচিব ড. সাদত হোসাইন প্রকাশ করেন। সভায় যেসব প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর স্বীকৃতি নবায়ন করে না, সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।